দশম অধ্যায়

দশম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীপরমানন্দপুরীর মহিমা, গদাধর পণ্ডিতের পুনর্বার পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট মন্ত্রগ্রহণ, মহাপ্রভুর গদাধরের নিকট ভাগবত-শ্রবণ এবং ওড়নষষ্ঠীতে শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ জগন্নাথ-বলরামকে মাড়যুক্ত বস্ত্র পরিধান করান বলিয়া বিদ্যানিধি-কর্তৃক জগন্নাথ-সেবকগণের আচারনিন্দা ও স্বপ্নে জগন্নাথ-বলরামের বিদ্যানিধির গণ্ডে চপেটাঘাত প্রভৃতি প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য শ্রীমন্দির হইতে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলে শ্রীমহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তিনি শ্রীজগন্নাথের শ্রীমুখ দর্শন করিবার পর পাঁচ সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু রহস্য করিয়া বলিলেন যে, অদ্বৈতাচার্য এখানে পরাজিত; কারণ, প্রদক্ষিণ-কালে যতক্ষণ ভগবানের পৃষ্ঠদেশের দিকে যাওয়া যায়, ততক্ষণ শ্রীমুখদর্শনে বাধা হয়, কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু যতক্ষণ ধরিয়া জগন্নাথ দর্শন করেন, ততক্ষণ তাঁহার চক্ষু নিমেষকালের জন্যও আর কোন দিকে পতিত হয় না, সর্বত্র শ্রীজগন্নাথের শ্রীমুখচন্দ্র দর্শন করেন। মহাপ্রভুর নিকট অদ্বৈতাচার্য পরাজয় স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন যে, একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুই এরূপ কথার মর্মজ্ঞ। একদিন পুণ্ডরীক-শিষ্য গদাধরপণ্ডিত দীক্ষামন্ত্র বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়া মহাপ্রভুর নিকট জানাইলেন এবং প্রভুর নিকট দীক্ষামন্ত্র শ্রবণ করিতে চাহিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু পণ্ডিত শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নীলাচলা-গমনকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন। মহাপ্রভু গদাধর পণ্ডিতের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে লাগিলেন এবং প্রহ্লাদ-চরিত্র ও ধ্রুব-চরিত্র শতাবৃত্তি করিয়া শ্রবণ করিলেন। এদিকে গদাধরের ভাগবতপাঠ ও স্বরূপদামোদরের কীর্তন শ্রবণে মহাপ্রভুর যুগপৎ অষ্টসাত্ত্বিক বিকার উদিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীপরমানন্দপুরীই প্রধান ও প্রভুর নিত্যসঙ্গী। একদিন মহাপ্রভু প্রেমাবেশে কূপমধ্যে পতিত হইলে অদ্বৈতাচার্যাদি ভক্তগণ প্রভুকে উত্তোলন করিলেন। নীলাচলে পুণ্ডরীকের আগমন হইলে মহাপ্রভুর প্রেমক্রন্দন উত্থিত হইল, গদাধর পুনরায় বিদ্যানিধির নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিলেন। ওড়নষষ্ঠী-যাত্রা উপলক্ষে জগন্নাথের সেবকগণ শ্রীজগন্নাথ-বলরামকে মাড়যুক্ত কাপড় পরিধান করাইতেন; পুণ্ডরীক জগন্নাথের সেবকগণের ঐরূপ আচারের নিন্দা করিলে স্বরূপদামোদর ঈশ্বরের আচার লৌকিক স্মৃতির শাসনাতীত জানাইলেন, তথাপি বিদ্যানিধির তাহাতে সন্তোষ না হওয়ায় জগন্নাথ-বলরাম স্বপ্নে বিদ্যানিধির গণ্ডে চপেটাঘাত প্রদান-লীলার দ্বারা কর্মজড়স্মার্তবাদিগণকর্তৃক হরিসেবকগণের আচার-নিন্দার দুর্বুদ্ধি নিরাস করিলেন। ভগবান্ তাঁহার চিহ্নিত প্রিয়বর্গকেই স্বপ্নে প্রসাদ বিতরণ করেন। বিদ্যানিধি দামোদরের নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে উভয়ের মধ্যে রহস্য হইল। বিদ্যানিধিকে মহাপ্রভু "বাপ" বলিয়া সম্বোধন করিতেন, বিদ্যানিধির গঙ্গা-ভক্তি অকৃত্রিম ও অতুলনীয়। (গৌড়ীয়-ভাষ্য)

জয়কীর্তন-মুখে মঙ্গলাচরণ—
মঙ্গলাচরণ—

জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
জয় শচীগর্ভরত্ন ধর্মসনাতন।।১।।

শিষ্টজনপ্রিয় ও দুষ্টজনকাল
গৌরগোপাল—

জয় সংকীর্তনপ্রিয় গৌরাঙ্গগোপাল।
জয় শিষ্টজনপ্রিয় জয় দুষ্টকাল।।২।।

ভক্তগোষ্ঠীসহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়।।৩।।

ন্যাসিরূপে বৈকুণ্ঠ-নায়কের বিলাস—

হেনমতে বৈকুণ্ঠনায়ক ন্যাসিরূপে।
বিহরেন ভক্তগোষ্ঠী লইয়া কৌতুকে।।৪।।

জগন্নাথ-প্রদক্ষিণ-প্রসঙ্গে শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীগৌরসুন্দরের রহস্য লীলা-মুখে অনুক্ষণ ও কৃষ্ণানুসন্ধান-চেষ্টা-শিক্ষাদান—

একদিন বসিয়া আছেন প্রভু সুখে।
হেনকালে শ্রীঅদ্বৈত আইল সম্মুখে।।৫।।
বসিলেন অদ্বৈত প্রভুরে নমস্করি'।
হাসি অদ্বৈতেরে জিজ্ঞাসেন গৌরহরি।।৬।।
সন্তোষে বলেন প্রভু ''কহত আচার্য।
কোথা হৈতে আইলা, করিয়া কোন্ কার্য?''৭।।
অদ্বৈত বলেন,—'' দেখিলাঙ জগন্নাথ।
তবে আইলাঙ এই তোমার সাক্ষাত।।''৮।।
প্রভু বলে,—''জগন্নাথ-শ্রীমুখ দেখিয়া।
তবে আর কি করিলা, কহ দেখি তাহা।।''৯।।
অদ্বৈত বলেন,—''আগে দেখি' জগন্নাথ।
তবে করিলাঙ প্রদক্ষিণ পাঁচ সাত।।''১০।।

'প্রদক্ষিণ' শব্দে প্রভুর গূঢ়হাস্য-লীলা ও অদ্বৈতের পরাজয়-বর্ণন—

'প্রদক্ষিণ' শুনি' প্রভু হাসিতে লাগিলা।
হাসি' বলেন প্রভু ''তুমি হারিলা হারিলা।।''১১।।

আচার্যের কৌতূহল-লীলা—

আচার্য বলেন,—''কি সামগ্রী হারিবারে।
লক্ষণ দেখাও, তবে জিনিহ আমারে।।''১২।।

প্রভু-কর্তৃক আচার্যের পরাজয়ের কারণ-ব্যখ্যা—

প্রভু বলে,—''সামগ্রী শুনহ হারিবার।
তুমি যে করিলা প্রদক্ষিণ-ব্যবহার।।১৩।।

প্রদক্ষিণকালে ভগবানের পৃষ্ঠদেশের দিকে চলায় ভগবদ্দর্শনে বাধা—

যত-ক্ষণ তুমি পৃষ্ঠদিগেরে চলিলা।
তত-ক্ষণ তোমার যে দর্শন নহিলা।।১৪।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীবৎসলাঞ্ছন,—শ্রীনারায়ণ শ্রীগৌরাভিন্ন তত্ত্ব; তিনি নিত্যধর্মের একমাত্র ভোক্তা বলিয়া মূর্ত সনাতন।।১।।

শ্রীগৌরসুন্দরই কৃষ্ণচন্দ্র বলিয়া তাঁহাকে 'গৌরাঙ্গ-গোপাল' বলা হয়। কৃষ্ণকথা কীর্তন করাই শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-বৈশিষ্ট্য। অর্চন ও ধ্যানাদি ক্রিয়া ভগবত্তাকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে অসমর্থ বলিয়া সংকীর্তনের শ্রেষ্ঠতা। সেই সঙ্কীর্তনই অভিধেয়-পর্যায়ে সর্বশ্রেষ্ঠ; এজন্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার শ্রীগৌরলীলায় ''সঙ্কীর্তন-প্রিয়'' বলিয়া সংজ্ঞিত। তিনি যাবতীয় শিষ্টজনের পরমারাধ্য। তাঁহাকে যাহাদের প্রিয়-বোধ নাই, তাহারাই অশিষ্ট। দুষ্ট ভোগী ও দুর্বুদ্ধি ত্যাগী, উভয়েরই তিনি যমসদৃশ।।২।।

তথ্য। অথ প্রদক্ষিণা—ততঃ প্রদক্ষিণাং কুর্যাৎ ভক্ত্যা ভগবতো হরেঃ। নামানি কীর্তয়ন্ ভক্তৌ তাঞ্চ সাষ্টাঙ্গবন্দনাম্।। প্রদক্ষিণাসংখ্যা নারসিংহে—একাং চণ্ড্যাং রবৌ সপ্ত তিস্রো দদ্যাদ্বিনায়কে। চতস্রঃ কেশবে দদ্যাৎ শিবে ত্বর্ধপ্রদক্ষিণাম্।। অথ প্রদক্ষিণমাহাত্ম্যং বারাহে—প্রদক্ষিণাং যে কুর্বন্তি ভক্তিযুক্তেন চেতসা। ন তে যমপুরং যান্তি যান্তি পুণ্যকৃতাং গতিম্। তত্রৈব চাতুর্মাস্যমাহাত্ম্যে—চতুর্বারং ভ্রমীভিস্তু জগৎ সর্বং চরাচরম্। ক্রান্তং ভবতি বিপ্রাগ্য তত্তীর্থগমনাধিকম্।। তত্রৈবান্যত্র—প্রদক্ষিণন্তু যঃ কুর্যাৎ হরিং ভক্ত্যা সমন্বিতঃ। হংসযুক্তবিমানেন বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।। নারসিংহে প্রদক্ষিণেন চৈকেন দেবদেবস্য মন্দিরে। কৃতেন যৎ ফলং নণাং তচ্ছৃণুম্ব নৃপাত্মজ। পৃথ্বীপ্রদক্ষিণফলং যত্তৎ প্রাপ্য হরিং ব্রজেৎ।। অন্যত্র চ—এবং কৃত্বা তু কৃষ্ণস্য যঃ কুর্যাদ্দ্বিঃ প্রদক্ষিণম্। সপ্তদ্বীপবতীপুণ্যং লভতে তু পদে পদে। পঠন্নামসহস্রন্তু নামান্যেবাথ কেবলম্। হরিভক্তি-সুধোদয়ে—বিষ্ণুং প্রদক্ষিণীকুর্বন্ যস্তত্রাবর্ততে পুনঃ। তদেবাবর্তনং তস্য পুনর্নাবর্ততে ভবে। বৃহন্নারদীয়ে যমভগীরথসম্বাদে—প্রদক্ষিণত্রয়ং কুর্যাৎ যো বিষ্ণোর্মনুজেশ্বর। সর্বপাপ-বিনির্মুক্তো দেবেন্দ্রত্বং সমশ্নুতে।। তত্রৈব প্রদক্ষিণমাহাত্ম্যে সুধর্মোপাখ্যানারম্ভে—ভক্ত্যা কুর্বন্তি যে বিষ্ণোঃ প্রদক্ষিণচতুষ্টয়ম্। তেঽপি যান্তি পরং স্থানং সর্বলোকাত্তমোত্তমিতি।। তৎখ্যাতং যৎ সুধর্মস্য পূর্বস্মিন্ গৃধ্রজন্মনি

মহাভাগবত-লীল প্রভুর অবিরাম অবিচ্ছিন্ন-ভাবে সর্বত্র কৃষ্ণ-দর্শন—

আমি যত-ক্ষণ ধরি' দেখি জগন্নাথ।
আমার লোচন আর না যায় কোথাত।।১৫।।
কি দক্ষিণে, কিবা বামে, কিবা প্রদক্ষিণে।
আর নাহি দেখি জগন্নাথ-মুখ বিনে।।''১৬।।

আচার্যের পরাজয়-স্বীকার-লীলা-মুখে অর্চন ও কীর্তনের (ভজনের) গূঢ় মর্ম শিক্ষাদান—

করযোড় করি' বলে আচার্য গোসাঞি।
''এ-রূপে সকল হারি তোমার সে ঠাঞি।।১৭।।

গৌরসুন্দরই ইহার একমাত্র মর্মজ্ঞ—

এ কথার অধিকারী আর ত্রিভুবনে।
সত্য কহিলাঙ এই নাহি তোমা'-বিনে।।১৮।।
তুমি সে ইহার প্রভু, এক অধিকারী।
এ কথায় তোমারে সে মাত্র আমি হারি।।''১৯।।

বৈষ্ণব-বর্গের সন্তোষ ও মঙ্গল-কোলাহল—

শুনিঞা হাসেন সর্ব বৈষ্ণবমণ্ডল।
'হরি' বলি' উঠিল মঙ্গল-কোলাহল।।২০।।
এইমত প্রভুর বিচিত্র সর্বকথা।
অদ্বৈতেরে অতি প্রীত করেন সর্বথা।।২১।।

কৃষ্ণপ্রদক্ষিণাভাসান্মহাসিদ্ধিরভূদিতি।। অথ প্রদক্ষিণায়াং নিষিদ্ধং---বিষ্ণুস্মৃতৌ---একহস্তপ্রণামশ্চ একা চৈব প্রদক্ষিণা। অকালে দর্শনং বিষ্ণোর্হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্।। কিঞ্চ---কৃষ্ণস্য পুরতো নৈব সূর্যস্যৈব প্রদক্ষিণাম্। কুর্য দ্রমরিকারূপাং বৈমুখ্যাপাদনীং প্রভৌ। তথাচোক্তং---প্রদক্ষিণং ন কর্তব্যং বিমুখত্বাচ্চ কারণাৎ।। (হঃ ভঃ বিঃ ৮।১৮১-১৮২-১৮৪-১৮৯।।

বঙ্গানুবাদ---অনন্তর প্রদক্ষিণ-বিধি সম্বন্ধে আলোচ্য---ভক্তিসহকারে ভগবান্ শ্রীহরিকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তাঁহার নামকীর্তন ও সামর্থ্যানুযায়ী সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবন্নতি করিবে। নৃসিংহপুরাণোক্ত প্রদক্ষিণ-সংখ্যায় কথিত হইয়াছে, চণ্ডীকে একবার মাত্র, প্রভাকরকে সপ্তবার, গজাননকে বারত্রয়, কেশবকে বারচতুষ্টয় ও মহেশকে অর্ধবার প্রদক্ষিণ করিবে। বরাহপুরাণে প্রদক্ষিণ-মাহাত্ম্যে উক্ত আছে, ভক্তিপূত-চিত্তে শ্রীবিষ্ণুমন্দির-প্রদক্ষিণকারী ব্যক্তিগণের গতি শ্রীবিষ্ণুভক্তোচিত, তাঁহাদের গতি যমালয়ে হয় না। ঐ স্থানে চাতুর্মাস্যমাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে,----হে বিপ্রাগ্রগণ্য! চারিবার শ্রীবিষ্ণুমন্দির প্রদক্ষিণদ্বারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই প্রদক্ষিণ হইয়া থাকে। সুতরাং এইরূপ বিষ্ণুমন্দির-প্রদক্ষিণ-ফল তীর্থগমনাপেক্ষা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। ঐ গ্রন্থের অপরস্থানের উক্তিতে আছে, ভক্তিভারাক্রান্ত হৃদয়ে শ্রীহরিমন্দির-প্রদক্ষিণদ্বারা মানবগণ হংস-বাহিত-রথারোহণে বৈকুণ্ঠলোক-গমনে সমর্থ হন। নৃসিংহপুরাণোক্ত শ্লোকে লিখিত আছে, হে নৃপাত্মজ! দেবদেব শ্রীবিষ্ণুমন্দির বারমাত্র প্রদক্ষিণ-মাহাত্ম্য শ্রবণদ্বারা অবগত হউন, মানবগণ অনায়াসে পৃথ্বী-প্রদক্ষিণ-ফল লাভ করিয়া শ্রীহরি-পাদপদ্মে অবস্থান করেন। এ বিষয়ে আরও বর্ণিত হইয়াছে,----এবম্বিধভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহস্রনাম অথবা নামমাত্র-কীর্তন-সহকারে শ্রীহরিমন্দির-পরিক্রমাকারী সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী-প্রদক্ষিণ বা দানের ফল প্রতি মুহূর্তে লাভ করেন। এ সম্বন্ধে হরিভক্তিসুধোদয়ে উক্ত আছে,----প্রথমবার প্রদক্ষিণের পর শ্রীহরিমন্দির দ্বিতীয়বার প্রদক্ষিণ করিলে মানব পুনঃ পুনঃ সংসারাগমন হইতে পরিত্রাণ পান। বৃহন্নারদীয়পুরাণের যম ও ভগীরথের প্রসঙ্গ-বর্ণনায় আছে,----বারত্রয় শ্রীহরিমন্দির-প্রদক্ষিণদ্বারা পুরুষ সর্বপাপমুক্তাবস্থায় অনায়াসে দেবেন্দ্রত্বাদি-পদ লাভ করিয়া থাকেন। প্রদক্ষিণ মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে উক্ত পুরাণের সুধর্মোপাখ্যানের প্রারম্ভেই বর্ণিত হইয়াছে,----শ্রীবিষ্ণুমন্দির ভক্তিভরে চারিবারমাত্র প্রদক্ষিণদ্বারা মানবসকল সর্বলোকোত্তমোত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়া পরম স্থান লাভ করেন। সুধর্মার পূর্বতন গৃধ্রজন্মে শ্রীকৃষ্ণমন্দির প্রদক্ষিণাভাসদ্বারা মহাসিদ্ধি লাভের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হইয়াছে। আবার প্রদক্ষিণের নিষিদ্ধ বিধিতে বিষ্ণুস্মৃত্যুক্ত বাক্যে আছে,----এক হস্তদ্বারা শ্রীবিষ্ণুপ্রণাম, একবারমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-মন্দির-প্রদক্ষিণ এবং নিষিদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে প্রাক্তন সুকৃতি সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যায়। আরও বলা যায়, শ্রীহরি-মন্দিরের সম্মুখে ভ্রমরিকার পরিভ্রমণের ন্যায় মণ্ডলাকারে প্রভাকরকে প্রদক্ষিণ করিবে না; কারণ, তাহাতে শ্রীভগবান্‌কে পশ্চাদ্ভাগ পরিদর্শন করান হয়। বৈমুখ্যকারণ-হেতু ঐরূপভাবে শ্রীহরিমন্দির প্রদক্ষিশ নিষিদ্ধ হইয়াছে।।১০।।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজগন্নাথের অনুশীলন-কালে ভগবানের বদন নিরীক্ষণ করিতেন। শ্রীবিল্বমঙ্গল কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থে মাধুর্য-বর্ণনে বদন-শোভার মধুরিমা কীর্তন করিয়াছেন। সমগ্র বিগ্রহ-মাধুরী অপেক্ষা সমগ্র বদন-মাধুরী অধিকতর এবং সমগ্র বদন-মাধুরী অপেক্ষা তাঁহার মৃদুহাস্য অধিকতম মধুর।

প্রভুর নিকট পণ্ডিত গদাধরের পুনর্দীক্ষা-গ্রহণ-প্রসঙ্গ—

একদিন গদাধরদেব প্রভুস্থানে।
কহিলেন পূর্ব-মন্ত্রদীক্ষার কারণে।।২২।।
"ইষ্টমন্ত্র আমি যে কহিলুঁ কারো প্রতি।
সেই হৈতে আমার না স্ফুরে ভাল মতি।।২৩।।
সেই মন্ত্র তুমি মোরে কহ পুনর্বার।
তবে মন-প্রসন্নতা হইবে আমার।।"২৪।।
প্রভু বলে,—"তোমার যে উপদেষ্টা আছে।
সাবধান—তথা অপরাধী হও পাছে।।২৫।।
মন্ত্রের কি দায়, প্রাণো আমার তোমার।
উপদেষ্টা থাকিতে না হয় ব্যবহার।।২৬।।
গদাধর বলে,—"তিঁহো না আছেন এথা।
তা'ন পরিবর্তে তুমি করাহ সর্বথা।।"২৭।।

গদাধর-গুরু বিদ্যানিধির অচিরেই নীলাচলাগমন-বার্তা অন্তর্যামি-প্রভু-কর্তৃক গদাধরের নিকট জ্ঞাপন—

প্রভু বলে,—"তোমার যে গুরু বিদ্যানিধি।
অনায়াসে তোমারে মিলিয়া দিবে বিধি।।"২৮।।
সর্বজ্ঞচূড়ামণি—জানেন সকল।
"বিদ্যানিধি শীঘ্রগতি আসিবে উৎকল।।২৯।।
এথাই দেখিবা দিন-দশের ভিতরে।
আইসেন কেবল আমারে দেখিবারে।।৩০।।
নিরবধি বিদ্যানিধি হয় মোর মনে।
বুঝিলাঙ তুমি আকর্ষিয়া আন তা'নে।।"৩১।।

প্রভু-সমীপে গদাধরের ভাগবত-পাঠ ও প্রভুর প্রেমভাব—

এইমত প্রভু প্রিয় গদাধর-সঙ্গে।
তান মুখে ভাগবত শুনি' থাকে রঙ্গে।।৩২।।
গদাধর পড়েন সম্মুখে ভাগবত।
শুনিঞা প্রকাশে প্রভু প্রেমভাব যত।।৩৩।।

প্রহ্লাদ চরিত্র ও ধ্রুবের চরিত্র পুনঃ পুনঃ সমনোযোগে শ্রবণ—

প্রহ্লাদ-চরিত্র আর ধ্রুবের চরিত্র।
শতাবৃত্তি করিয়া শুনেন সাবহিত।।৩৪।।
আর কার্যে প্রভুর নাহিক অবসর।
নাম-গুণ বলেন শুনেন নিরন্তর।।৩৫।।

স্বরূপ-দামোদরের উচ্চ-কীর্তন-শ্রবণে মূর্তিমন্ত সাত্ত্বিক বিকারের সহিত প্রভুর নৃত্য ও ভাবাবেশ—

ভাগবত-পাঠে গদাধর মহাশয়।
দামোদরস্বরূপের কীর্তন বিষয়।।৩৬।।

শ্রীগৌরসুন্দর ভগবানের অন্যান্য অঙ্গাদি দর্শনাপেক্ষা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-সমাবিষ্ট মুখমণ্ডলের আকর্ষণকত্ব বলিয়াছেন এবং ভগবৎ প্রসন্নতা-জ্ঞাপন তাঁহার মন্দহাস্য প্রবলতম সেবার বিজ্ঞাপক ও উদ্দীপক।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের চতুঃপার্শ্বে পাঁচ সাতবার প্রদক্ষিণ করিলেন। তাঁহার লক্ষ্য বস্তু—শ্রীভগবৎকলেবর; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের অনুশীলনীয় বস্তু—শ্রীজগন্নাথদেবের মুখমণ্ডল। সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দর অদ্বৈতপ্রভুকে প্রতিযোগিতায় হারাইয়া দিলেন। জগন্নাথের পশ্চাদ্‌ভাগে পরিক্রমা কালীন অর্ধাংশ দর্শন—পৃষ্ঠদর্শন মাত্র; কিন্তু সম্মুখ দর্শনে পরস্পর দর্শন-বিনিময়।।১৫।।

ভোগময়ী চিন্তা পরিহার করিবার জন্য যে শব্দব্রহ্মের প্রাপ্তি ঘটে, উহাই 'মন্ত্র'। অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে সেই মন্ত্রের উপদেশ করিলে উপদেশকের চিত্তে মালিন্য প্রবেশ করে। দিব্যজ্ঞান সঙ্গদোষে নষ্ট হইলে পুনরায় দিব্যজ্ঞান সংগ্রহ করা আবশ্যক—ইহা জানিয়া শ্রীগদাধরপণ্ডিতগোস্বামী শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট তাঁহাকে পুনরায় দীক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহার পূর্বগুরুর নিকট হইতে পুনরায় মন্ত্রোপদেশ শুনিবার বিচার বলিলেন।

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের গুরু—শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।।২৪।।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের ৭ম স্কন্ধে প্রহ্লাদ-চরিত্র ও ৪র্থ স্কন্ধে ধ্রুবোপাখ্যান বর্ণিত আছে। শ্রীগদাধরপণ্ডিতগোস্বামী—শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠক, এবং শ্রীগৌরসুন্দর—সেই পাঠের শ্রোতা। তিনি শ্রীগদাধরের মুখে প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের ভক্ত্যনুশীলন-কথা বিশেষ সাবধানে শত শতবার আবৃত্তি করিতে করিতে শুনিলেন।।৩৪।।

একেশ্বর দামোদরস্বরূপ গুণ গায়।
বিহ্বল হইয়া নাচে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।।৩৭।।
অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
যত কিছু আছে প্রেমভক্তির বিকার।।৩৮।।
মূর্তি মন্ত সবে থাকে ঈশ্বরের স্থানে।
নাচেন চৈতন্যচন্দ্র ইঁহা-সবা'-সনে।।৩৯।।
দামোদরস্বরূপের উচ্চ-সংকীর্তন।
শুনিলে না থাকে বাহ্য, পড়ে সেইক্ষণ।।৪০।।

সন্ন্যাসি-পার্ষদাগ্রগণ্য দামোদরস্বরূপ ও পরমানন্দপুরী—

সন্ন্যাসি-পার্ষদ যত ঈশ্বরের হয়।
দামোদরস্বরূপ-সমান কেহো নয়।।৪১।।
যত প্রীতি ঈশ্বরের পুরীগোসাঞিরে।
দামোদরস্বরূপেরে তত প্রীতি করে।।৪২।।

কৃষ্ণসঙ্গীত-সম্রাট্ স্বরূপদামোদর—

দামোদরস্বরূপ—সঙ্গীত-রসময়।
যাঁ'র ধ্বনি শ্রবণে প্রভুর নৃত্য হয়।।৪৩।।

স্বরূপের আত্মগোপন ও
বহির্মুখ-বঞ্চনা—

অলক্ষিতরূপ—কেহো চিনিতে না পারে।
কপটির রূপে যেন বুলেন নগরে।।৪৪।।
কীর্তন করিতে যেন তুম্বুরু নারদ।
একা প্রভু নাচায়েন—কি আর সম্পদ্।।৪৫।।
সন্ন্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র।
আর নাহি, এক পুরীগোসাঞি সে মাত্র।।৪৬।।
দামোদরস্বরূপ, পরমানন্দপুরী।
সন্ন্যাসি-পার্ষদে এই দুই অধিকারী।।৪৭।।

শ্রীগৌরসুন্দর অন্য কথা বলিবার পরিবর্তে সর্বদা ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা প্রভৃতির প্রসঙ্গ শতমুখে বলিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার সর্বদা কথোপকথন ব্যতীত অন্যবিষয়ে তাঁহার মনোযোগ দিবার অবকাশ ছিল না।।৩৫।।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যানে পরম নিপুণ ছিলেন। যে সকল ব্যক্তি অবান্তর উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া ভোজ্যাচ্ছাদন, গৃহ-পালন প্রভৃতি কার্যের উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পঠন-পাঠন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের প্রয়োজন-লাভ-মুখেই সকল চেষ্টা। কিন্তু শ্রীগদাধরপণ্ডিতের শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-কীর্তন—চতুর্বর্গ লাভের প্রয়াসমুলক ছিল না।

শ্রীদামোদরস্বরূপ সর্বক্ষণ হরিকথা কীর্তন করিতেন। হরিগুণ-কীর্তন ব্যতীত তাঁহার আর কোন প্রকার চেষ্টা ছিল না। ভক্তিসিদ্ধান্তের একমাত্র মালিক শ্রীদামোদরস্বরূপ কাহারও অনুরোধ উপরোধ বা কোন মিশ্র বিচারের প্রশ্রয় বা গৃহব্রতগণের বুভুক্ষা শ্রীদামোদরস্বরূপকে ইতর জনসঙ্গে প্রবৃত্ত করায় নাই। তিনি একাই শ্রীগৌরসুন্দরের চিত্ত বিনোদন করিতেন।।৩৬।।

শ্রীদামোদর-স্বরূপের উচ্চ কীর্তন-শ্রবণে শ্রীগৌরসুন্দরের বহির্জগৎপ্রতীতি বিলুপ্ত হইয়া কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণানুশীলনই অভিব্যক্ত হইত।।৪০।।

অনেকে মনে করেন,—তুর্যাশ্রমি যতিগণ কৃষ্ণ-প্রেমনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী অপেক্ষা মর্যাদা-মার্গে উন্নত বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তর। পরমানন্দপুরী প্রমুখ সন্ন্যাসিগণের কেহই দামোদরস্বরূপের ন্যায় ভগবৎপ্রিয় ছিলেন না।।৪১।।

শ্রীদামোদরস্বরূপ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের "দ্বিতীয়স্বরূপ" বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীপরমানন্দপুরীর প্রতি ভগবান্ গৌরসুন্দরের যেরূপ মর্যাদাভাব, দামোদরস্বরূপের প্রতিও তাহা কোন প্রকারে ন্যূন নহে।।৪২।।

স্বরূপের রসময় সঙ্গীতে মহাপ্রভুর নৃত্যের উদয় হইত। বিভিন্ন সজ্জা পরিধান করিয়া ভ্রমণ করিলে যেরূপ সজ্জাধারীর প্রকৃত স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় না, তদ্রূপ মহাপ্রভু স্বীয় ভগবত্তা-গোপনার্থ ভক্তের কপটবেষে নগরে ভ্রমণ করিয়া আত্ম-পরিচয় গোপন করিয়াছিলেন।।৪৪।।

তথ্য। চৈঃ ভাঃ আদি ১ম ৫২ সংখ্যার গৌড়ীয়-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।।৪৫।।

দামোদরস্বরূপ সন্ন্যাসি-পার্ষদবর্গেরই অন্যতম।।৪৭।।

প্রভুর অন্তরঙ্গ ও প্রভুর পদাঙ্কানুসরণকারী বিপ্রলম্ভ চেষ্টাময় স্বরূপদামোদর ও পরমানন্দপুরী—

নিরবধি নিকটে থাকেন দুই জন।
প্রভুর সন্ন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ।।৪৮।।
পুরী ধ্যানপর, দামোদরের কীর্তন।
ন্যাসি-রূপে ন্যাসি-দেহে বাহু দুই জন।।৪৯।।
অহর্নিশ গৌরচন্দ্র সংকীর্তনরঙ্গে।
বিহরেন দামোদরস্বরূপের সঙ্গে।।৫০।।
কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা পর্যটনে।
দামোদরে প্রভু না ছাড়েন কোনক্ষণে।।৫১।।

পূর্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য—

পূর্বাশ্রমে পুরুষোত্তমাচার্য নাম তা'ন।
প্রিয়সখা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-নাম।।৫২।।

পথে বিচরণ-কালেও দামোদরের সঙ্গপ্রার্থী শ্রীগৌরসুন্দর—

পথে চলিতেও প্রভু দামোদর-গানে।
নাচেন বিহ্বল হৈয়া, পথ নাহি জানে।।৫৩।।
একেশ্বর দামোদরস্বরূপ-সংহতি।
প্রভু সে আনন্দে পড়ে, না জানেন কতি।।৫৪।।
কিবা জল, কিবা স্থল, কিবা বন, ডাল।
কিছু না জানেন প্রভু, গর্জেন বিশাল।।৫৫।।
একেশ্বর দামোদর কীর্তন করেন।
প্রভুরেও বনে ডালে পড়িতে ধরেন।।৫৬।।
দামোদরস্বরূপের ভাগ্যের যে সীমা।
দামোদরস্বরূপ সে তাহার উপমা।।৫৭।।

প্রভুর প্রেমাবেশে কূপমধ্যে পতন—

একদিন মহাপ্রভু আবিষ্ট হইয়া।
পড়িলা কূপের মাঝে আছাড় খাইয়া।।৫৮।।
দেখিয়া অদ্বৈত-আদি সম্মোহ পাইয়া।
ক্রন্দন করেন সবে শিরে হাত দিয়া।।৫৯।।
কিছু না জানেন প্রভু প্রেমভক্তিরসে।
বালকের প্রায় যেন কূপে পড়ি' ভাসে।।৬০।।

প্রভু-স্পর্শে কূপ নবনীতময়—

সেই ক্ষণে কূপ হৈল নবনীতময়।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কিছু ক্ষত নাহি হয়।।৬১।।
এ কোন্ অদ্ভুত, যাঁ'র ভক্তির প্রভাবে।
বৈষ্ণব নাচিতে অঙ্গে কণ্টক না লাগে।।৬২।।

অদ্বৈতাদি-ভক্তগণের প্রভুকে কূপ হইতে উত্তোলন—

তবে অদ্বৈতাদি মিলি' সর্বভক্তগণে।
তুলিলেন প্রভুরে ধরিয়া কতক্ষণে।।৬৩।।
পড়িলা কূপেতে প্রভু তাহা নাহি জানে।
"কি বল, কি কথা" প্রভু জিজ্ঞাসে' আপনে।।৬৪।।

অর্ধবাহ্যদশায় প্রভুর অসর্বজ্ঞের ন্যায় ভক্তগণকে নানা কথা জিজ্ঞাসা—

বাহ্য না জানেন প্রভু প্রেমভক্তিরসে।
অসর্বজ্ঞপ্রায় প্রভু সবারে জিজ্ঞাসে'।।৬৫।।
শ্রীমুখের শুনি' অতি-অমৃত-বচন।
আনন্দে ভাসেন অদ্বৈতাদি ভক্তগণ।।৬৬।।

দামোদরস্বরূপ---কীর্তনানন্দী, পরমানন্দপুরী---বিবিক্ত ধ্যানপর ভজনানুরত। ভগবান্ গৌরসুন্দরের যতিকলেবরে ইঁহারা দুইজন দুইটী বাহু সদৃশ।।৪৯।।

শয়নে, ভোজনে, ভ্রমণে সর্বসময়ে শ্রীদামোদর ভগবানের সহায় ছিলেন, কোন সময়েই শ্রীস্বরূপ মহাপ্রভুর সঙ্গচ্যুত হইয়া থাকেন না।।৫১।।

শ্রীনবদ্বীপ-লীলায় যিনি পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য, তিনিই নীলাচলে মহাপ্রভুর অবস্থানকালে শ্রীদামোদরস্বরূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তঁহারই প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন---বর্ষীয়ান্ শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।।৫২।।

শ্রীগৌরসুন্দরের সর্বক্ষণ সঙ্গিরূপে শ্রীদামোদরস্বরূপ অন্যান্য গৌরভক্তের সৌভাগ্য অতিক্রম করিয়াছিলেন। অনেক সময়ে বনে, বৃক্ষের শাখায় মহাপ্রভু প্রেমাবেশে পড়িয়া গেলে যাহাতে উহা হইতে মহাপ্রভুর চিন্ময় কলেবর কোনরূপে আঘাতপ্রাপ্ত না হয়, তজ্জন্য শ্রীদামোদরস্বরূপ সর্বতোভাবে যত্ন করিয়া তাঁহার অনুপমা সেবা-প্রবৃত্তি প্রকট করিতেন। মহাপ্রভু সর্বক্ষণ প্রেমোন্মাদে উন্মত্ত থাকায়, প্রাপঞ্চিকজ্ঞানমাত্রে থাকিতেন না। তৎকালে দামোদর সর্বতোভাবে তাঁহার পরিচর্যা বিধান করিতেন।।৫৭।।

বিদ্যানিধির আগমন—

এই মতে ভক্তিরসে ঈশ্বর বিহরে।
বিদ্যানিধি আইলেন জানিঞা অন্তরে।।৬৭।।
চিত্তে মাত্র করিতে ঈশ্বর সেই ক্ষণে।
বিদ্যানিধি আসিয়া দিলেন দরশনে।।৬৮।।

বিদ্যানিধি-দর্শনে 'বাপ', 'বাপ' বলিয়া সম্বোধন—

বিদ্যানিধি দেখি' প্রভু হাসিতে লাগিলা।
''বাপ আইলা, বাপ আইলা'' বলিতে লাগিলা।।৬৯।।

বিদ্যানিধিই প্রেমবিহ্বল প্রেমনিধি—

প্রেমনিধি প্রেমানন্দে হৈলা বিহ্বল।
পূর্ণ হৈল হৃদয়ের সকল মঙ্গল।।৭০।।

ভক্তবৎসল গৌরাঙ্গের প্রেমনিধিকে বক্ষে ধরিয়া ক্রন্দন—

শ্রীভক্তবৎসল গৌরচন্দ্র নারায়ণ।
প্রেমনিধি বক্ষে করি' করেন ক্রন্দন।।৭১।।

বৈষ্ণববৃন্দের ক্রন্দন—বৈকুণ্ঠ-ক্রন্দনে সুখোদয়—

সকল বৈষ্ণববৃন্দ কান্দে চারিভিতে।
বৈকুণ্ঠস্বরূপ সুখ মিলিলা সাক্ষাতে।।৭২।।
ঈশ্বর-সহিত যত আছে ভক্তগণ।
প্রেমনিধি-প্রীতে প্রেম বাড়ে অনুক্ষণ।।৭৩।।

বিদ্যানিধির পূর্বসখা দামোদরস্বরূপ—পরস্পর মিলন ও পরস্পর বৈষ্ণবোচিত সম্ভাষণ—

দামোদরস্বরূপ তাহান পূর্বসখা।
চৈতন্যের অগ্রে দুইজন হৈলা দেখা।।৭৪।।
দুইজনে চা'হেন দুঁহার পদধূলি।
দুঁহে ধরাধরি, ঠেলাঠেলি, ফেলাফেলি।।৭৫।।
কেহো কা'রে না পারেন, দুঁহে মহাবলী।
করায়েন, হাসেন, গৌরাঙ্গ কুতূহলী।।৭৬।।

বাহ্যদশা-প্রাপ্তির পর প্রভুর বিদ্যানিধিকে নীলাচলে অবস্থানার্থ অনুরোধ—

তবে বাহ্য পাই প্রভু বিদ্যানিধি-প্রতি।
''কতোদিন নীলাচলে তুমি কর স্থিতি।।''৭৭।।

মহাপ্রভুর নিকট বিদ্যানিধির অবস্থান—

শুনি' প্রেমনিধি মহা সন্তোষ হইলা।
ভাগ্য হেন মানি' প্রভু-নিকটে রহিলা।।৭৮।।

গদাধরের বিদ্যানিধির নিকট পুনর্মন্ত্র-গ্রহণ—

গদাধরদেবো ইষ্টমন্ত্র পুনর্বার।
প্রেমনিধি-স্থানে প্রেমে কৈলেন স্বীকার।।৭৯।।

বিদ্যানিধির মহিমা—

আর কি কহিব প্রেমনিধির মহিমা।
যাঁ'র শিষ্য গদাধর এই প্রেম-সীমা।।৮০।।
যাঁ'র কীর্তি বাখানে অদ্বৈত, শ্রীনিবাস।
যাঁ'র কীর্তি বলেন মুরারি, হরিদাস।।৮১।।
হেন নাহি বৈষ্ণব যে তা'নে না বাখানে।
পুণ্ডরীকো সর্বভক্ত কায়-বাক্য-মনে।।৮২।।

'অমানী' 'মানদের' আদর্শ বিদ্যানিধি—

অহঙ্কার তা'ন দেহে নাহি তিলমাত্র।
না বুঝি কি অদ্ভুত চৈতন্য-কৃপা-পাত্র।।৮৩।।
যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি।
গদাধর-শ্রীমুখের কথা কিছু লিখি।।৮৪।।

সমুদ্রতীরে যমেশ্বরে বিদ্যানিধিকে বাসা-প্রদান—

বিদ্যানিধি রাখি' প্রভু আপন নিকটে।
বাসা দিলা যমেশ্বরে—সমুদ্রের তটে।।৮৫।।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমভক্তিরসে এরূপ পরিপ্লুত ছিলেন যে, কোন বহির্জগতের স্মৃতি আসিয়া তাঁহার কৃষ্ণানুশীলনের বাধা দেয় নাই। আবার, সময়ে সময়ে তিনি বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া যেন কিছুই বুঝেন না, ----এরূপ অভিনয় করিয়া স্বীয় ভগবত্তা ও সর্বজ্ঞতা আবরণ করিতেন।।৬৫।।

বিদ্যানিধির অপর সংজ্ঞা 'প্রেমনিধি' ছিল।।৭০।।

গদাধর-শ্রীমুখের কথা----গদাধরের শ্রীমুখ হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা।।৮৪।।

বিদ্যানিধির সঙ্গে একত্র জগন্নাথ-দর্শন—

নীলাচলে রহিয়া দেখেন জগন্নাথ।
দামোদরস্বরূপের বড় প্রেমপাত্র।।৮৬।।
দুইজনে জগন্নাথ দেখে একসঙ্গে।
অন্যোহন্যে থাকেন শ্রীকৃষ্ণরস-কথারঙ্গে।।৮৭।।

ওড়নষষ্ঠী-যাত্রায় শ্রীজগন্নাথের মাণ্ডুয়াবসন-পরিধান—

যাত্রা আসি' বাজিল 'ওড়ন-ষষ্ঠী' নাম।
নয়া-বস্ত্র পরে জগন্নাথ ভগবান্।।৮৮।।
সে দিন মাণ্ডুয়া-বস্ত্র পরেন ঈশ্বরে।
তা'ন যেই ইচ্ছা সেইমত দাসে করে।।৮৯।।

ভক্তগণসহ গৌরসুন্দরের ওড়নষষ্ঠী-যাত্রা-দর্শন—

শ্রীগৌরসুন্দরো লই' সর্বভক্তগণ।
আইলা দেখিতে যাত্রা শ্রীবস্ত্র-ওড়ন।।৯০।।

ষষ্ঠী হইতে মকর পর্যন্ত উৎসব—

মৃদঙ্গ, মুহরী, শঙ্খ, দুন্দুভি, কাহাল।
ঢাক, দগড়, কাড়া বাজায়ে বিশাল।।৯১।।
সেই দিনে নানা বস্ত্র পরেন অনন্ত।
ষষ্ঠী হৈতে লাগি রহে মকর-পর্যন্ত।।৯২।।

স্বয়ং উপাস্য হইয়াও উপাসনা শিক্ষা দিবার জন্য
প্রভুর উপাসক-লীলা—

বস্ত্র লাগি হইতে লাগিল রাত্রিশেষে।
ভক্তগোষ্ঠীসহ প্রভু দেখি' প্রেমে ভাসে।।৯৩।।
আপনেই উপাসক, উপাস্য আপনে।
কে বুঝে তাহান মন, তা'ন কৃপা বিনে।।৯৪।।
এই প্রভু দারুরূপে বৈসে যোগাসনে।
ন্যাসিরূপে ভক্তিযোগ করেন আপনে।।৯৫।।

ওড়নষষ্ঠী-যাত্রার বর্ণনা—

পট্ট-নেত—শুক্ল, পীত, নীল নানা বর্ণে।
দিব্য বস্ত্র দেন, মুক্তা রচিত সুবর্ণে।।৯৬।।
বস্ত্র লাগি হৈলে দেন পুষ্প-অলঙ্কার।
পুষ্পের কঙ্কণ শ্রীকিরীট পুষ্পহার।।৯৭।।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ষোড়শোপচারে।
পূজা করি' ভোগ দিলা বিবিধপ্রকারে।।৯৮।।

প্রভুর ভক্তগোষ্ঠীসহ বাসায় প্রত্যাবর্তন—

তবে প্রভু যাত্রা দেখি' সর্বগোষ্ঠীসঙ্গে।
আইলা বাসায় প্রেমানন্দ সুখ-রঙ্গে।।৯৯।।

বৈষ্ণবগণকে বিদায় দিয়া বিরলে অবস্থান—

বাসায় বিদায় কৈলা বৈষ্ণব-সবারে।
বিরলে রহিলা নিজানন্দে একেশ্বরে।।১০০।।

বিদ্যানিধি ও স্বরূপদামোদরের একত্র
অবস্থান ও পরস্পর মনোভাব
বিনিময়—

যাঁ'র যে বাসায় সবে করিলা গমন।
বিদ্যানিধি দামোদরসঙ্গে অনুক্ষণ।।১০১।।
অন্যেহন্যে দুঁহার যতেক মনঃকথা।
নিষ্কপটে দুঁহে কহে দুঁহার সর্বথা।।১০২।।

জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে 'মাড়যুক্তবস্ত্র'-দর্শনে
বিদ্যানিধির সন্দেহ—

মাণ্ডুয়া-বসন যে ধরিলা জগন্নাথে।
সন্দেহ জন্মিল বিদ্যানিধির ইহাতে।।১০৩।।
জিজ্ঞাসিলা দামোদরস্বরূপের স্থানে।
"মাণ্ডুয়া বসন ঈশ্বরেরে দেন কেনে।।১০৪।।

যমেশ্বর-টোটা-বাগানে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির থাকিবার স্থান নিরূপিত হইল। সেখানে থাকি। তিনি অনেক সময় শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট অবস্থান করিতেন।।৮৫।।

ওড়ন ষষ্ঠী----দ্বিতীয়বার গুণ্ডিচা-যাত্রার চতুর্থ দিবসে হইয়া থাকে।।৮৮।।

মাণ্ডুয়া বস্ত্র----মাড়-সংযুক্ত অধৌত 'কোরা' বস্ত্র।।৮৯।।

মকর পর্যন্ত----মাঘমাসের শেষ পর্যন্ত।।৯২।।

লাগি হইতে লাগিল----শ্রীজগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে বস্ত্রাদি সংলগ্ন হইতে লাগিল। নীলাচলে "লাগি হওয়া" কথাটি প্রচলিত আছে। 'চন্দনের লাগি হওয়া', 'পুষ্পের লাগি হওয়া' পুষ্প চড়ান, চন্দন লাগান অর্থে ব্যবহৃত।।৯৩।।

এ দেশে ত' শ্রুতি-স্মৃতি-সকল প্রচুরে।
তবে কেনে বিনা ধৌতে মণ্ডবস্ত্র পরে?''১০৫।।

দামোদরের উত্তর—

দামোদরস্বরূপ কহেন,—''শুন কথা।
দেশাচারে ইথে দোষ না লয়েন এথা।।১০৬।।
শ্রুতি-স্মৃতি যে জানে, সে না করে সর্বথা।
এ যাত্রার এইমত সর্বকাল এথা।।১০৭।।
ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি না থাকে অন্তরে।
তবে দেখ রাজা কেনে নিষেধ না করে।।''১০৮।।

বিদ্যানিধির পুনঃ প্রশ্ন—

বিদ্যানিধি বলে,—''ভাল, করুক ঈশ্বরে।
ঈশ্বরের যে কর্ম, সেবকে কেনে করে।।১০৯।।
পূজা-পাণ্ডা পশুপাল পড়িছা বেহারা।
অপবিত্র-বস্ত্র কেনে ধরে বা ইহারা।।১১০।।
জগন্নাথ-ঈশ্বর; সম্ভবে সব তা'নে।
তা'ন আচরণ কি করিব সর্বজনে।।১১১।।
মণ্ডবস্ত্র-স্পর্শে হস্ত ধুইলে সে শুদ্ধি।
ইহা বা না করে কেনে হইয়া সুবুদ্ধি।।১১২।।
রাজপাত্র অবুধ যে ইহা না বিচারে'।
রাজাও মাণ্ডুয়া-বস্ত্র দেন নিজ শিরে।।''১১৩।।

দামোদরের পুনরুত্তর—

দামোদরস্বরূপ বলেন,—''শুন ভাই!
হেন বুঝি, ওড়ন-যাত্রায় দোষ নাই।।১১৪।।
পরং ব্রহ্ম—জগন্নাথরূপ-অবতার।
বিধি বা নিষেধ এথা না করে বিচার।।''১১৫।।

বিদ্যানিধির পুনঃ প্রতিবাদ-লীলা—

বিদ্যানিধি বলে,—''ভাই, শুন এক কথা।
পরং ব্রহ্ম—জগন্নাথবিগ্রহ সর্বথা।।১১৬।।
তা'নে দোষ নাহি বিধি-নিষেধ লঙ্ঘিলে।
এ-গুলাও ব্রহ্ম হৈল থাকি' নীলাচলে।।১১৭।।
ইহারাও ছাড়িলেক লোক-ব্যবহার।
সবেই হইল ব্রহ্মরূপ-অবতার!!''১১৮।।
এত বলি' সর্বপথে হাসিয়া হাসিয়া।
যায়েন যেহেন হাস্যাবেশযুক্ত হৈয়া।।১১৯।।
দুই সখা হাতাহাতি করিয়া হাসেন।
জগন্নাথদাসেরেও আচার দোষেন।।১২০।।
সবে না জানেন সর্ব্বদাসের প্রভাব।
কৃষ্ণ সে জানেন যাঁ'র যত অনুরাগ।।১২১।।

বহির্মুখ কর্মজড়স্মার্তমত-নিরাসের কৌশল-বিস্তারার্থ কৃষ্ণের নিজদাসের হৃদয়ে ভ্রমোৎপাদন ও পশ্চাতে ভ্রমচ্ছেদনের আদর্শ—

ভ্রমো করায়েন কৃষ্ণ আপন-দাসেরে।
ভ্রমচ্ছেদো করে পাছে সদয়-অন্তরে।।১২২।।

নিম্নে ভ্রমচ্ছেদ-সঙ্গ বর্ণন—

ভ্রম করাইলা বিদ্যানিধিরে আপনে।
ভ্রমচ্ছেদ-কৃপাও শুনিবা এইক্ষণে।।১২৩।।

শ্রীগৌরসুন্দর অর্চা-মূর্তিতে শ্রীজগন্নাথরূপে অবস্থান করেন, আবার সন্ন্যাসি-মূর্তিতে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া লোকশিক্ষা প্রদান করেন।।৯৫।।

পট্টনেত----সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র, (পট্ট পাট, রেশমাদি; নেত----সূক্ষ্মবস্ত্র-বিশেষ।।৯৬।।

পূজা-পাণ্ডা----পূজারী পাণ্ডা।

পশুপাল----শ্রীজগন্নাথদেবের শৃঙ্গার-বিধানকারী পাণ্ডা-বিশেষ, (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।।১১০।।

দেশাচারের বিচারে রাজা শিরোবস্ত্র অধৌত মণ্ডযুক্ত অবস্থায় পরিধান করিতেন। মণ্ডযুক্ত বস্ত্র----অশুদ্ধ, ইহাই স্মৃতিবিচার। ভগবানের সম্বন্ধে ইহা সিদ্ধ হইলেও ভগবদ্দাসগণের শুদ্ধাচারে থাকাই সঙ্গত। ব্রহ্ম নির্বিশেষ বস্তু, সেখানে গুণসমূহের পরিচয় নাই। শ্রীবিগ্রহ নির্গুণ----সেখানে না হয়, ঐ বিচার হইল; কিন্তু সেবকগণ ত' আর নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন, সুতরাং তাঁহাদের গুণদোষ-বিচার আবশ্যক। সেবকগণ কিছু অর্চাবতার নহেন। শ্রীজগন্নাথের সেবকগণের আচার দোষযুক্ত—ইহাই বিচার করিলেন।।১১৭।।

স্বরূপ ও বিদ্যানিধির স্ব-স্বস্থানে গমন—

এইমত রঙ্গে-ঢঙ্গে দুই প্রিয়সখা।
চলিলেন কৃষ্ণকার্যে যাঁ'র যথা বাসা।।১২৪।।
ভিক্ষা করি' আইলেন গৌরাঙ্গের স্থানে।
প্রভুস্থানে আসি' সবে থাকিলা শয়নে।।১২৫।।

বিদ্যানিধির স্বপ্নদর্শন—

সকল জানেন প্রভু চৈতন্যগোসাঞি।
জগন্নাথ-রূপে স্বপ্নে গেলা তা'ন ঠাঞি।।১২৬।।
স্বপনে দেখেন বিদ্যানিধি মহাশয়।
জগন্নাথ বলাই আসি' হৈলা বিজয়।।১২৭।।

স্বপ্নে জগন্নাথ-কর্তৃক চপেটাঘাত—

ক্রোধরূপ জগন্নাথ—বিদ্যানিধি দেখে।
আপনে ধরিয়া তাঁ'রে চড়ায়েন মুখে।।১২৮।।
দুই ভাই মিলি' চড় মারে দুই গালে।
হেন দঢ় চড় যে অঙ্গুলি গালে ফুলে।।১২৯।।

বিদ্যানিধির ক্ষমা-ভিক্ষা-লীলা ও অপরাধের কারণ-জিজ্ঞাসা—

দুঃখ পাই বিদ্যানিধি 'কৃষ্ণ রক্ষ' বলে।
'অপরাধ ক্ষম' বলি' পড়ে পদতলে।।১৩০।।
"কোন্ অপরাধে মোরে মারহ গোসাঞি।"
প্রভু বলে,—"তোর অপরাধের অন্ত নাঞি।।১৩১।।

বিদ্যানিধিকে শাসন-ছলে কর্মজড়গণের দুর্বুদ্ধি-নিরাস—

মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি নাঞি।
সকল জানিলা তুমি রহি' এই ঠাঞি।।১৩২।।
তবে কেনে রহিয়াছ জাতিনাশা-স্থানে।
জাতি রাখি' চল তুমি আপন-ভবনে।।১৩৩।।

পরমেশ্বরের স্বতন্ত্রতা লৌকিক স্মৃতি-শাসনের অধীন নহে—

আমি যে করিয়া আছি যাত্রার নির্বন্ধ।
তাহাতেও ভাব অনাচারের সম্বন্ধ।।১৩৪।।
আমারে করিয়া ব্রহ্ম, সেবক নিন্দিয়া।
মাণ্ডুয়া কাপড়-স্থানে দোষদৃষ্টি দিয়া।।"১৩৫।।

বিদ্যানিধির-ভয়লীলা ও ক্ষমা-ভিক্ষা—

স্বপ্নে বিদ্যানিধি মহাভয় পাই মনে।
ক্রন্দন করেন মাথা ধরি' শ্রীচরণে।।১৩৬।।
"সব অপরাধ প্রভু, ক্ষম' পাপিষ্ঠেরে।
ঘাটিলুঁ ঘাটিলুঁ, প্রভু বলিলুঁ তোমারে।।১৩৭।।

বিদ্যানিধি-কর্তৃক জগন্নাথ ও বলরামের শাসন অনুগ্রহ-রূপে বরণ—

যে মুখে হাসিলুঁ প্রভু, তোর সেবকেরে।
সে মুখের শাস্তি প্রভু, ভাল কৈলা মোরে।।১৩৮।।
ভালদিন হৈল মোর আজি সুপ্রভাত।
মুখ-কপোলের ভাগ্যে বাজিল শ্রীহাত।।"১৩৯।।

ভক্তের প্রতি প্রভুর প্রেমদৃষ্টি—

প্রভু বলে,—"তোরে অনুগ্রহের লাগিয়া।
তোমারে করিলুঁ শাস্তি সেবক দেখিয়া।।"১৪০।।
স্বপ্নে প্রেমনিধি-প্রতি প্রেমদৃষ্টি করি'।
দেউলে আইলা দুই ভাই—রাম-হরি।।১৪১।।

পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি পরমভক্ত হইলেও তাঁহার শ্রীজগন্নাথদেবের ভক্তগণের আচরণে দোষ-দর্শনাভিনয় হওয়ায় তাঁহার অভিনীত ভ্রান্তির নিরাস-কল্পে ভক্তবৎসল ভগবানের লীলা।।১২২।।

মাড়ুয়া কাপড় ব্যবহারে বিদ্যানিধি যে দোষ কীর্তন করিলেন, তৎফলে বিদ্যানিধিকে স্বপ্নে শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলরাম আসিয়া দুই গালে প্রচুর চপেটাঘাত করিতে লাগিলেন। বিদ্যানিধি কানাই-বলাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহারা বিদ্যানিধিকে অনর্থক দণ্ডবিধান করিতেছেন কেন? তাঁহার কি অপরাধ? যখন অপরাধ সাব্যস্ত হইল, তখন তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।।১৩০।।

তাঁহার অপরাধ কি, এই জিজ্ঞাসার উত্তরে জগন্নাথ বলিলেন----তাঁহাকে ও তাঁহার সেবকগণের মাড়যুক্ত কাপড় পরিধান করার সমালোচনায় তাঁহার যে দোষদর্শন হইয়াছে, তাহাই অপরাধ। যদি তিনি ধর্মাচরণ ও জাতীয় আচরণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহার শ্রীক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্বক নিজগৃহে থাকিয়া ঐরূপ আচরণ করাই ভাল। এই সকল আপাতদর্শনে দোষ হয়।।১৩৫।।

বিদ্যানিধির জাগরণ ও গণ্ডদেশে চপেটাঘাতের চিহ্ন—

স্বপ্ন দেখি' বিদ্যানিধি জাগিয়া উঠিলা।
গালে চড় দেখি' সব হাসিতে লাগিলা।।১৪২।।

বিদ্যানিধির গণ্ডস্ফীতি—

শ্রীহস্তের চড়ে সব ফুলিয়াছে গাল।
দেখি' প্রেমনিধি বলে,—"বড় ভাল ভাল।।১৪৩।।
যেন কৈলুঁ অপরাধ, তা'র শাস্তি পাইলুঁ।
ভালই কৈলেন প্রভু, অল্পে এড়াইলুঁ।।"১৪৪।।

বিদ্যানিধির মহিমা—

দেখ দেখ এই বিদ্যানিধির মহিমা।
সেবকেরে দয়া যত, তা'র এই সীমা।।১৪৫।।

প্রদ্যুম্ন, জানকী, রুক্মিণ্যাদি আপ্তবর্গের প্রতিও প্রভুর এতাদৃশ করুণার নিদর্শন প্রকাশিত হয় নাই—

পুত্র যে প্রদ্যুম্ন—তাহানেও হেনমতে।
চড় না মারেন প্রভু শিক্ষার নিমিত্তে।।১৪৬।।
জানকী-রুক্মিণী-সত্যভামা-আদি যত।
ঈশ্বর-ঈশ্বরী আর আছে কত কত।।১৪৭।।

স্বপ্নপ্রসাদ দুর্লভ—

সাক্ষাতেই মারে যা'র অপরাধ হয়।
স্বপ্নের প্রসাদ-শাস্তি দৃশ্য কভু নয়।।১৪৮।।
স্বপ্নেও দণ্ড পায়, কিবা অর্থলাভ হয়।
জাগিলে পুরুষ সে সকল কিছু নয়।।১৪৯।।
শাস্তি বা প্রসাদ প্রভু স্বপ্নে যা'রে করে।
সে যদি সাক্ষাত লোকে দেখে ফল ধরে।।১৫০।।
তাঁ'রে বড় ভাগ্যবান্ নাহিক সংসারে।
স্বপ্নেহো না কহে কিছু অভক্তজনেরে।।১৫১।।
সাক্ষাতে সে এই সব বুঝহ বিচারে।
এই যে যবনগণে নিন্দা-হিংসা করে।।১৫২।।
তাহারাও স্বপ্নে অনুভব মাত্র চাহে।
নিন্দা হিংসা করে দেখি, স্বপ্ন নাহি পায়ে।।১৫৩।।
যবনের কি দায়, যে ব্রাহ্মণ সজ্জন।
তা'রা যত অপরাধ করে অনুক্ষণ।।১৫৪।।
অপরাধ হৈলে দুই লোকে দুঃখ পায়।
স্বপ্নেহো অভক্ত পাপিষ্ঠেরে না শিখায়।।১৫৫।।
স্বপ্নে প্রত্যাদেশ প্রভু করেন যাহারে।
সে-ই মহাভাগ্য হেন মানে আপনারে।।১৫৬।।
সাক্ষাতে আপনে স্বপ্নে মারিল তাহারে।
এ প্রসাদে সবে দেখে শ্রীপ্রেমনিধিরে।।১৫৭।।
তবে পুণ্ডরীকদেব উঠিলা প্রভাতে।
চড়ে গাল ফুলিয়াছে দেখে দুই হাতে।।১৫৮।।

প্রত্যহ দামোদর ও বিদ্যানিধির একসঙ্গে জগন্নাথ-দর্শনার্থ গমন—

প্রতিদিন দামোদরস্বরূপ আসিয়া।
জগন্নাথ দেখে দোঁহে একসঙ্গ হৈয়া।।১৫৯।।

স্বরূপ দামোদরের বিদ্যানিধির গণ্ডদেশে চপেটাঘাত-চিহ্ন দর্শন—

প্রত্যহ আইসে স্বরূপ সে দিন আইলা।
আসিয়া তাঁহাকে কিছু কহিতে লাগিলা।।১৬০।।
"সকালে আইস জগন্নাথ-দরশনে।
আজি শয্যা হৈতে নাহি উঠ কি কারণে?"১৬১।।
বিদ্যানিধি বলে,—"ভাই, হেথায় আইস।
সব কথা কব মোর এথা আসি' বৈস।।"১৬২।।

ঘাঁটিলুঁ---ঘাট মানিলাম, হার মানিলাম।।১৩৭।।

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নিজের শারীরিক ক্লেশ স্মরণ করিয়া বুঝিলেন যে, শ্রীভগবানের শ্রীহস্তসংস্পর্শে তাঁহার সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে। ভগবান্ তাঁহাকে শাসন করিয়াছেন—ইহাতেই তাঁহার পরমানন্দ; —ইহাই সেবকের প্রতি প্রভুর প্রকৃত দয়া।।১৩৯।।

ভগবান্ অভক্তের প্রতি সর্বদা পুরস্কার ও দণ্ডবিধান হইতে পৃথক্ থাকেন। তিনি ভক্তের শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়ায় প্রিয়ভক্তকে স্বপ্নাদি ব্যাপার-মধ্যে দণ্ডদ্বারা শোধন করিয়া থাকেন।।১৫৫।।

দামোদর আসি' দেখে—তা'ন দুই গাল।
ফুলিয়াছে, চড়চিহ্ন দেখেন বিশাল।।১৬৩।।

দামোদর-সকাশে পুণ্ডরীকের স্বপ্নবৃত্তান্ত-কথন—

দামোদরস্বরূপ জিজ্ঞাসে,—"একি কথা।
কেনে গাল ফুলিয়াছে, কিবা পাইলে ব্যথা।।"১৬৪।।
হাসিয়া বলেন বিদ্যানিধি মহাশয়।
"শুন ভাই, কালি গেল যতেক সংশয়।।১৬৫।।
মাণ্ডুয়া-বস্ত্রেরে যে করিলুঁ অবজ্ঞান।
তা'র শাস্তি গালে এই দেখ বিদ্যমান।।১৬৬।।
আজি স্বপ্নে আসি' জগন্নাথ-বলরাম।
দুই-দণ্ড চড়ায়েন নাহিক বিশ্রাম।।১৬৭।।
'মোর পরিধানবস্ত্র করিলি নিন্দন।'
এত বলি' গালে চড়ায়েন দুই জন।।১৬৮।।
গালে বাজিয়াছে যত অঙ্গুলের অঙ্গুরি।
ভালমতে উত্তরো করিতে নাহি পারি।।১৬৯।।

বিদ্যানিধির লজ্জা-লীলা—

এ লজ্জায় কাহারে সম্ভাষা নাহি করি।
গাল ভাল হৈলে সে বাহির হইতে পারি।।১৭০।।
এ ত' কথা অন্যত্র কহিতে যোগ্য নহে।
বড় ভাগ্য হেন ভাই, মানিল হৃদয়ে।।১৭১।।

অপরাধ-অনুরূপ-শাস্তিবরণ-লীলা—

ভাল শাস্তি পাইলুঁ অপরাধ-অনুরূপে।
এ নহিলে পড়িতাম মহা-অন্ধকূপে।।"১৭২।।

স্বরূপের বিদ্যানিধি-সহ সখ্যরস—

বিদ্যানিধিপ্রতি দেখি' স্নেহের উদয়।
আনন্দে ভাসেন দামোদর মহাশয়।।১৭৩।।
সখার সম্পদে হয় সখার উল্লাস।
দুই জনে হাসেন পরমানন্দহাস।।১৭৪।।
দামোদর স্বরূপ বলেন,—"শুন ভাই!
এমত অদ্ভুত দণ্ড দেখি শুনি নাই।।১৭৫।।

দামোদরের বিস্ময়; উভয়ের কৃষ্ণপ্রসঙ্গ—

স্বপ্নে আসি' শাস্তি করে আপনে সাক্ষাতে।
আর শুনি নাই, সবে দেখিলুঁ তোমাতে।।"১৭৬।।
হেনমতে দুই সখা ভাসেন সন্তোষে।
রাত্র-দিন না জানেন কৃষ্ণকথারসে।।১৭৭।।

তথ্য। বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোক বিক্রমে। যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে।। —(ভাঃ ১।১।১৯); নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্। পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।।—(ভাঃ ১১।৩); কো নাম তৃপ্যেদ্রসবিৎ কথায়াং মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য। নান্তং গুণানামগুণস্য জগ্মুর্যোগেশ্বরা যে ভবপাদ্মমুখ্যাঃ।।—(ভাঃ ১।১৮।১৪); ব্রহ্মন্ কৃষ্ণকথাঃ পুণ্যা মাধ্বীর্লোকমলাপহাঃ। কো নু তৃপ্যেত শৃণ্বানঃ শ্রুতজ্ঞো নিত্যনূতনাঃ।। —(ভাঃ ১০।৫২।২০; ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ। মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ।। (ভাঃ ৪।২০।২৪); যশঃ শিবং সুশ্রব আর্যসঙ্গমে, যদৃচ্ছয়া চোপশৃণোতি তে সকৃৎ। কথং গুণজ্ঞো বিরমেদ্বিনা পশুং, শ্রীর্যৎ প্রবব্রে গুণসংগ্রহেচ্ছয়া।—(ভাঃ ৪।২০।২৬); নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ। ক উত্তমঃশ্লোক গুণানুবাদাৎ, পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ।।—(ভাঃ ১০।১।৪); সতাময়ং সারভৃতাং নিসর্গো, যদর্থবাণীশ্রুতিচেতসামপি। প্রতিক্ষণং নব্যবদচ্যুতস্য যৎ, স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধুবার্তা।।—(ভাঃ ১০।১৩।২); তুল্যশ্রুততপঃশীলাস্তুল্যস্বীয়ারিমধ্যমাঃ। অপি চক্রুঃ প্রবচনমেকং শুশ্রূষবোঽপরে।। (ভাঃ ১০।৮৭।১১); তথা বৈষ্ণবধর্মাশ্চ ক্রিয়মাণানপি স্বয়ম্। সংপৃচ্ছেত্তদ্বিদঃ সাধূনন্যোন্যপ্রীতিবৃদ্ধয়ে।। তব কথামৃতং তপ্তজীবনং, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্। শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং, ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ—(ভাঃ ১০।৩১।৯)।।১৭৭।।

অর্থাৎ যাঁহার লীলা শ্রবণ করিতে রসিকগণের আস্বাদন প্রতিপদে উত্তরোত্তর স্বাদু হইতেও স্বাদু হয়, সেই উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণের গুণ-লীলা-কথাদিতে অধিক আস্বাদন পাইবার আশায় আমরা বিশেষভাবে তৃপ্ত হইতেছি না, অর্থাৎ হরিকথা শুনিয়া যথেষ্ট বা পর্যাপ্ত বোধ করিতেছি না, বরং উত্তরোত্তর আমাদের কৌতূহল ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতেছে। হে ভগবৎপ্রীতিরসজ্ঞ অপ্রাকৃত রসবিশেষভাবনা-চতুর ভক্তবৃন্দ! শ্রীশুকমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া শিষ্যপ্রশিষ্যাদি-পরম্পরাক্রমে স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে অখণ্ডরূপে

বিদ্যানিধির প্রভাব—গৌরচন্দ্রের বিদ্যানিধিকে "বাপ" সম্বোধন—

হেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রভাব।
ইহানে সে গৌরচন্দ্র প্রভু বলে 'বাপ'।।১৭৮।।

বিদ্যানিধির গঙ্গা ভক্তি—

পাদস্পর্শ ভয়ে না করেন গঙ্গাস্নান।
সবে গঙ্গা দেখেন করেন জলপান।।১৭৯।।

প্রভুর ভক্তের জন্য ক্রন্দন—

এ ভক্তের নাম লৈঞা গৌরাঙ্গ ঈশ্বর।
'পুণ্ডরীক বাপ' বলি' কান্দেন বিস্তর।।১৮০।।

বিদ্যানিধি-চরিত্র-শ্রবণের ফল—

পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি-চরিত্র শুনিলে।
অবশ্য তাঁহারে কৃষ্ণপাদপদ্ম মিলে।।১৮১।।

উপসংহার—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।১৮২।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-লীলাবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অন্ত্যখণ্ড সমাপ্ত।

ইতি শ্রীশ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাস ঠক্কুর-বিরচিতং শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতং সম্পূর্ণম্।

অবতীর্ণ পরমানন্দরসময়, ত্বক্-অস্থি প্রভৃতি কঠিন হেয়াংশরহিত তরলপানযোগ্য এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক বেদকল্পতরুর প্রপক্ব ফল আপনারা মুক্ত অবস্থায়ও পুনঃ পুনঃ পান করিতে থাকুন। পরমমুক্ত পুরুষগণও স্বর্গাদি-সুখের ন্যায় ইঁহাকে উপেক্ষা না করিয়া নিত্যকাল সেবা করিয়া থাকেন। পরম-শ্রেষ্ঠ মহাত্মগণের একমাত্র আশ্রয়স্থান প্রাকৃত গুণ রহিত। যে ভগবানের গুণসমূহের শিব-ব্রহ্মাদি যোগেশ্বরগণও ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই, সেই ভগবানের কথায় কোন্ রসজ্ঞ ব্যক্তি তৃপ্তির শেষ লাভ করিতে পারেন! হে ব্রহ্মন্! কৃষ্ণকথা মহাফলদায়িনী, শ্রুতিসুখকরী, লোকদিগের অনর্থনাশিনী এবং নিত্য নূতন নূতনরূপে প্রতীয়মানা; অতএব কোন্ শ্রুতসারজ্ঞ ব্যক্তি উহা শ্রবণপূর্বক তৃপ্তির শেষ করিতে পারেন? হে নাথ যে মোক্ষপদে মহত্তম ভাগবতগণের অন্তর্হৃদয় হইতে মুখমার্গদ্বারা বিনিঃসৃত ভবদীয় পাদপদ্ম-সুধার যশোগান শ্রবণ করিবার সম্ভাবনা না থাকে, আমি সেঁই মোক্ষপদও প্রার্থনা করি না। আমার প্রার্থনা এই যে, আপনার গুণ কীর্তন ও শ্রবণ করিবার জন্য আমাকে অযুত কর্ণ প্রদান করুন,—ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনীয় বর, আমি অন্য কিছুই চাই না। হে মঙ্গলকীর্তে, যে ব্যক্তি মহাজনগণের সাহচর্যে আপনার মঙ্গলপ্রদ যশ একবারও কোনপ্রকারে শ্রবণ করেন, তিনি যদি একেবারে পশু না হইয়া একটুও সারগ্রাহী হন, তাহা হইলে তিনি আর তাহা হইতে বিরত হইতে পারেন না; কারণ, লক্ষ্মীদেবীও নিখিলগুণ সংগ্রহ করিবার ইচ্ছায় আপনার যশোশ্রবণকেই প্রকৃষ্টরূপে আশ্রয় করিয়াছেন। উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির গুণানুকীর্তন শ্রৌতপারম্পর্যে সাধিত হয় অর্থাৎ শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রুত হইয়া পশ্চাতে কীর্তিত হইয়া থাকে, সেই শ্রীহরির গুণকীর্তন কৃষ্ণেতর-বিষয় তৃষ্ণারহিত মুক্তকুলের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে কীর্তিত হয়। এই সঙ্কীর্তন (মুমুক্ষুগণের) ভবরোগের ঔষধস্বরূপ, ইহা (রুচিপর ভক্তের) হৃৎকর্ণ-রসায়ন। পশুঘাতী ব্যাধ অথবা আত্মঘাতী অপরাধী ব্যতীত আর কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বা এই হরিকীর্তন হইতে বিরত হন? একমাত্র হরিকথাই সারগ্রাহী সজ্জনগণের বাক্যের, শ্রবণেন্দ্রিয়ের ও মনের বিষয়। স্ত্রৈণ ব্যক্তিরা যেমন রমণীবার্তায় নব নব জ্ঞানে আনন্দবোধ করে, তদ্রূপ দেবদেব হরির কথাই সারগ্রাহিগণের নিকট মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন বলিয়া জ্ঞান হয়। তত্রত্য মুনিগণ তুল্য-শাস্ত্রজ্ঞান তপস্যা ও সৎস্বভাবসম্পন্ন এবং শত্রু-মিত্রে উদাসীন—সকলের প্রতি সমভাবযুক্ত বলিয়া প্রত্যেকেই প্রবচন-সমর্থ হইলেও এক সনন্দনকেই প্রবক্তা অর্থাৎ ব্যাখ্যাকর্তৃরূপে নির্ণয় করিয়া অপর সকলে শ্রবণাভিলাষী হইলেন। স্বয়ং বৈষ্ণবধর্মের অনুষ্ঠান করিলেও পরস্পর প্রীতিবর্ধনার্থ তদ্ধর্মবিদ্ সাধুদিগের নিকট প্রশ্ন করিবে। তোমার কথামৃত ত্বদীয় বিরহকাতর জনগণের জীবনস্বরূপ, প্রহ্লাদাদি ভক্তগণও তাঁহার

স্তব করেন। উহা প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপবিনাশক, শ্রবণমাত্রে মঙ্গলপ্রদ, প্রেমসম্পত্তিদায়ক এবং কীর্তনকারিগণ-কর্তৃক বিস্তৃত। সুতরাং হরিকথাকীর্তনকারীই সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা।।১৭৭।।

মর্যাদা-পথে শ্রীকৃষ্ণচরণামৃত-বোধে কতিপয় ভক্ত গঙ্গায় অবগাহন করেন না, গঙ্গাজলে পদবিক্ষেপ না করিয়া গঙ্গাজল পান ও দর্শন করেন মাত্র।

শ্রীগৌরসুন্দর-বর লীলা তাঁ'র মনোহর
নিত্যানন্দস্বরূপ প্রকাশ।

আচার্য অদ্বৈত আর গদাধর শক্তি তাঁর
পঞ্চতত্ত্ব ভক্ত শ্রীনিবাস।।

বৃন্দাবন সুত তাঁ'র করুণার পারাবার
'শ্রীচৈতন্যভাগবত' যাঁ'র।

নিত্যানন্দ-শেষভৃত্য হরিজনসেবা-কৃত্য
বুঝা'ল যে সর্বসার-সার।।

বৈষ্ণব-মহিমা যত বর্ণিলেন সুসঙ্গত
তাহার তুলনা কোথাও নাই।

বৈষ্ণব-বিরোধি জন সতত তাপিত মন
মূল্যহীন সেই ভস্ম ছাই।।

নিতাই-বিমুখজনে দয়া-পাত্র তা'রে গণে'
পদাঘাত করে তা'র শিরে।

এহেন দয়াল বীর নাহি ত্রিভুবনে ধীর
লয়ে যায় বিরজার তীরে।।

মূঢ়জন না বুঝিয়া অহঙ্কারে মত্ত হিয়া
'ক্রোধী' বলি করয়ে স্থাপন।

বৈষ্ণবের দয়া-দণ্ড কভু না বুঝয়ে ভণ্ড
নীচচিত্ত করিয়া গোপন।।

'শ্রীগৌড়ীয়-ভাষ্য'-নাম ভক্তজন-সেবা-কাম
লিখি, ছাড়ি' কপটাদি ছল।

ভাগবত-ব্যাখ্যা-কালে প্রভু মোরে সদা পালে,
চিত্তে দেয় যথোচিত বল।।

শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ শুদ্ধভক্তিমত
কহে সদা শ্রীভক্তিবিনোদ।

নিরন্তর পাঠফলে কুবুদ্ধি যাইবে চ'লে
কৃষ্ণপ্রেমে লভিবে প্রমোদ।।

পতিতপাবন-শ্রেষ্ঠ শ্রীগৌরকিশোরপ্রেষ্ঠ
পতিতজনের তাঁ'রা গতি।

শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণী নামে মাতা
বিশ্বম্ভরপদে যাঁ'র মতি।।

নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিকাম নহে কভু ভক্তিধাম,
বৈষ্ণব-সেবায় নাহি ভোগ।

ভক্তসেবা-ফলে প্রেম সেই মূল্যবান্ ক্ষেম
বিগত হইবে সর্বরোগ।।

লীন হইবার আশা চালিলে কপটপাশা,
দূরে যা'বে সকল মঙ্গল।

স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয় ভক্তি-বলে হয় ক্ষয়
ভাগবত-ভজন-কৌশল।।

শ্রীবার্ষভানবী-আশ তাঁহার দয়িতদাস
ভাষ্য লেখকের পরিচয়।

ভকতিবিমুখ জন বিষয়েতে ক্লিষ্টমন
তবু যাচে প্রভুপদাশ্রয়।।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-মাঝ নবদ্বীপ তীর্থরাজ
মায়াপুর গৌরজন্মস্থল।

তথায় চৈতন্যমঠ নাহি বসে যথা শঠ
গৌরজনে করিয়া সম্বল।।

ভকতিবিনোদ-দাস- সঙ্গে মোর সদা বাস
তাঁ'দের অনুজ্ঞা শিরে ধরি'।

চারিশত ছ'চল্লিশে সমাপিনু জ্যৈষ্ঠশেষে
উটকামণ্ডের শৈলোপরি।।

ভাষ্যরচনার কালে ভক্তগণ মোরে পালে
গৌরব-সম্ভ্রমে মোরে ছলে।

অবকাশ সদা দিয়া ভক্তিপথে চালাইয়া
স্নেহের ডোরিকা দিয়া গলে।।

শ্রীগৌরাঙ্গভক্তগণ শ্রীভক্তিবিনোদ-জন
তাঁ'দের চরণে মোর গতি।

ভাষ্যলিখনের ব্যাজে ত্রিদণ্ডিসেবক-সাজে
রহু যেন নিত্যসেবা মতি।।

শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থের "গৌড়ীয়-ভাষ্য" সম্পূর্ণ।